ছোটদের ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় ক্ষুদে শিল্পীরা

সবাই শ্রোতা

বৈশাখী মেলায় বিশেষ আকর্ষণ পিঠা ঘর

টোকিও বৈশাখী মেলা

টোকিও'র ইকেবুকুরো নিশিগুচি কোয়েনে উদ্‌যাপিত হলো 'টোকিও বৈশাখী মেলা ১৪১১ ও কারি ফেস্টিভ্যাল'। দিনব্যাপী এই মেলা ইতিমধ্যে প্রবাসীদের প্রধানতম ও শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠানের মর্যাদা পেয়েছে। দিনটি প্রবাসীদের মিলন মেলা... লিখেছেন টোকিও থেকে **কাজী ইনসান** ও **রাহমান মনি**, সহযোগিতায় **আরিফ ববি**

১৪ এপ্রিল ১ বৈশাখ। জাপানে দিনটি সরকারি ছুটি না হওয়ায় মেলা কমিটিকে বাধ্য হয়েই পরবর্তী রবিবারকে বেছে নিতে হয় বর্ষবরণ উদ্‌যাপন করার জন্য।

২০০০ সাল থেকেই এই কমিটি 'টোকিও বৈশাখী মেলা' নামে প্রতি বছর টোকিও ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান করে যাচ্ছে।

এই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য জাপানে বাংলাদেশকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন এবং জাপানসহ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা।

বাংলাদেশী রান্নাকে পরিচিত করার জন্য মেলার নামকরণ 'টোকিও বৈশাখী মেলা ১৪১১ ও কারি ফেস্টিভ্যাল' করা হয়েছে। তবে মেলার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠানসূচি আগের মতোই ছিল।

টোকিও বৈশাখী মেলা ১৪১১ ও কারি ফেস্টিভ্যালের ভেন্যু ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্ক।

খালি মাঠ। মেলার আয়োজনে তাঁবু টাঙানোর সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হয়েছেন আয়োজকরা। মোট ৩৫টি স্টল ছাড়াও মেলা পরিচালনা পরিষদ এবং হেলথ চেকের জন্য বড় এবং বিশেষ ধরনের তাঁবু, প্রতি বছরের মতো এই বছরও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁবু একটু ভিন্ন স্থানে রাখা হয়েছে।

৩৫টি স্টলের মধ্যে রয়েছে ২০টি খাবারের স্টল, APPAREL আছে ৬টি, ফোন কার্ড ৪টি, বইয়ের স্টল ৩টি, এছাড়াও ট্রাভেল ২টি এবং জুয়েলারির স্টল।

উদ্‌যাপন কমিটির কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী, মঞ্চ সমন্বয়কারী এবং সমন্বয়কারী সবকিছু দেখাশোনা করছেন। মূল মঞ্চ এবং এর আশপাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। সর্বোচ্চ সতর্কতার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

মাঠের চারদিকে জাপানিদের উৎসুক চোখ। দুই-চারটি স্টলের মালামালও আসতে শুরু করেছে। তাঁবু টাঙানোর কাজ পুরোদমে চলছে।

সকাল ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত কেবল বাংলাদেশীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা থাকলেও আগে থেকেই দুইজন এসেছেন, যদি সিরিয়াল না পান।

প্রতি বছর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ মেলার একটি মানবিক দিক। এর আয়োজনে থাকে জাপান-বাংলাদেশ সোসাইটি (জেবিসি), ওৎসুবো ফাউন্ডেশন, তে-নো হাশি, ভিভা ট্রান্সপ্লানটেশন এবং এশিয়ান পিপলস ফ্রেন্ডশিপ

সোসাইটি (এপিএফএস)।

স্টেজের ওপর ভলান্টিয়ারদের ব্যাজ বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে। মোট ৮২ জন ভলান্টিয়ার রয়েছেন ১৪১১ বৈশাখী মেলায়। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা চিরসবুজ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার সবুজ রঙের ওপর লাল সেপটিপেন দিয়ে মেলার ব্যাজ তৈরি করা হয়েছে।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিন-চারজন মিলে স্টেজ সাজানোর কাজে ব্যস্ত। প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন স্টেজ সমন্বয়কারী। স্টলের মালিকগণ তাদের স্টল বুঝে পেয়ে এখন সাজানোর কাজে ব্যস্ত।

ভিডিও ক্যামেরা সেট করা হচ্ছে মাঠের ঠিক মধ্যখানে, স্টেজকে মুখ্য করে। মাইক সেটিংয়ের কাজও সমান তালে। হ্যালো, মাইক্রোফোন টেস্টিং ওয়ান-টু-থ্রি- হ্যালো। হ্যালো...। সবাই ব্যস্ত যার যার কাজ নিয়ে। সময় নেই। মাঠের মধ্যখানে কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ড. আলীমুজ্জামান এবং পরবাস সম্পাদক কাজী ইনসান আলাপ করছেন।

স্টেজ সমন্বয়কারী প্রথমবারের মতো মাইকে মেলার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, সতর্কতা সম্পর্কে অবহিত করছেন। অনুষ্ঠানসূচির ধারাবাহিকতা এবং ঘোষকদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। বাংলা, ইংরেজি এবং জাপানি- তিনটি ভাষায় অনুবাদ করে ঘোষণা দেয়া হবে বলে জানা গেল। সেই সঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ সমিতি (জাপান) ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ সোসাইটি জাপান আয়োজিত শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় নাম এন্ট্রি করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। মঞ্চ থেকে ভেসে আসছে বিখ্যাত কবিতার কিছু কিছু অংশ।

এশিয়ান পিপলস ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির (এপিএফএস) সভাপতি KATSUO YOSHINARI ফিতা কেটে মেলা উদ্বোধন করছেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বিদেশীদের সঙ্গে বৈষম্যতার জন্য বর্তমান টোকিও'র মেয়র ISHIHARA SHINTARO এবং জাপান বিচার ও আইন মন্ত্রণালয়ের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, একজন জাপানিজ হিসেবে আমি লজ্জিত। জাপান সরকারকে জাপানিদের মতো প্রবাসীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার অনুরোধ করেন।

প্রবাসী শিল্পীদের কণ্ঠে মূল মঞ্চ থেকে ভেসে আসছে 'এসো হে বৈশাখ' এবং বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান। বিভিন্ন স্টলে বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে।

নুরুজ্জামান ভুঁইয়া উজ্জ্বল মেলায় নতুন এসেছেন। ছাত্র হিসেবে তিনি জাপান এসেছেন। অনুভূতির কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিদেশের মাটিতে দেশের গান, দেশীয় সংস্কৃতি, বৈশাখী মেলা ভাবতে অবাক লাগছে। তাও আবার এ রকম খোলা মাঠে!

শুরু হচ্ছে উন্মুক্ত অনুষ্ঠান। সমন্বয়কারী কাজী ইনসান চারজন মডারেটরের নাম ঘোষণা করছেন। এই পর্বে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তিনি নিয়ম-কানুনের কথা জানাচ্ছেন।

পাশাপাশি চলছে শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার থিম রাখা হয়েছে 'বাংলাদেশ'। ৫০ জন শিশু অংশগ্রহণ করেছে। মিঠুন এবং জুয়েলকে হিমশিম খেতে হচ্ছে সবাইকে রঙতুলি এবং শিট সাপ্লাই দিতে। রৌদ্রের মধ্যেও শিশু চিত্রশিল্পীরা রঙতুলির মাধ্যমে বাংলাদেশকে তুলে ধরছে। স্মৃতিসৌধ, বাংলাদেশের মানচিত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় ফুল, গ্রাম্য মেলা, কৃষাণ... সব কিছুই ফুটে উঠেছে তাদের চিত্রকর্মে।

স্টেজে একদল জাপানিজ তরুণী বাংলা গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে। নাচ শেষেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ডা. সুজয় রক্ষিত কবিতা আবৃত্তি করলেন। তিনি বৈশাখী মেলার কথা শুনে WATE-KEN থেকে আগের দিন এসেছেন। একটি হোটেলে উঠেছেন। মেলার শৃঙ্খলা এবং বাংলাদেশীদের আতিথেয়তা দেখে তিনি অভিভূত হন। স্ত্রীকে নৃত্যে এবং সন্তানকে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়ায় তিনি মেলা কমিটির প্রতি কৃতজ্ঞ বলে জানান।

সমন্বয়কারীর কথা

আলাপ হয় টোকিও বৈশাখী মেলা ১৪১১ ও কারি ফেস্টিভ্যালের কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ডা. শেখ আলীমুজ্জামানের সঙ্গে। সাপ্তাহিক ২০০০কে তিনি বলেন, পরবর্তী জেনারেশন দায়িত্ব নেয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের এই জেনারেশনকে বৈশাখী মেলার দায়িত্ব বহন করতে হবে। পর্যায়ক্রমে পরবর্তী জেনারেশনকে দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। আমি চাই তারা দায়িত্ব বুঝে নিতে এগিয়ে আসুক।

সারা বছর সুস্বাদু খাবার খেয়ে বিদেশী নামী-দামী গাড়ি দাঁড় করিয়ে রমনার বটমূলে মাটির সানকিতে ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে পান্তা খাওয়ার নাটকের পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনাহারী দেশবাসী যখন না খেয়ে থাকে, পহেলা বৈশাখে তখন আমাদের প্রধান কাজ হলো তাদের জন্য দু'মুঠো আহারের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ আমার প্রস্তাব, বৈশাখী মেলার সঙ্গে বৈশাখী ভোজের আয়োজন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যেমন গরিব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বিধান আমাদের দেয়া হয়েছে, সেভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা আমাদের নিজেদের বিধান তৈরি করার ক্ষেত্রেও আনন্দ উৎসবে এই গরিব-দুঃখী লোকদের পাশে দাঁড়ানোর আচার যেন না ভুলে যাই। ঈদুল ফিতরে যেমন ফিৎরা দেবার ব্যবস্থা/বিধান থাকে, ঈদুল আজহায় যেমন গরিবদের মধ্যে মাংস বিলানোর বিধান থাকে, পূজায় যেমন সিংহভাগ প্রসাদ গরিবদের মাঝে বিলানোর ব্যবস্থা থাকে, তেমনি বৈশাখী মেলায় এই জাতীয় বিধান থাকা উচিত যে, নববর্ষের এই আনন্দমেলায় না খেয়ে থাকা মানুষের জন্য যেন একটি বৈশাখী ভোজের ব্যবস্থা করতে পারি। তারা যেন এই দিনটির অপেক্ষায় থাকে অধীর উৎসাহ নিয়ে। এজন্য সরকার এবং তার পাশাপাশি বিত্তশালীদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন নামী-দামী গাড়ি দাঁড় করিয়ে পান্তা নাটক বাদ দিয়ে সত্যিকারের অনাহারী জনগণের জন্য পহেলা বৈশাখে একটি বৈশাখী ভোজের আয়োজন করেন।

পরিশেষে, ট্রয়ের রণাঙ্গনের বীর অ্যাকিলেস যেমন বলতে পেরেছিলেন, সাফল্যহীন হাজার বছর বেঁচে থাকার চেয়ে গৌরবময় স্বল্পায়ুই শ্রেয়। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই, বাংলাদেশবিহীন নির্ঝঞ্ঝাট সত্তর বছর বেঁচে থাকার চেয়ে বাংলাদেশের জন্য অক্লান্ত সাত বছরের রণাঙ্গনই শ্রেয়।

মেলায় সাপ্তাহিক ২০০০

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা

উত্তরণ-এর শিল্পীবৃন্দ কোরাম পরিবেশন করছেন

শুরু হচ্ছে শিশুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমন্বয়কারী রাহমান মনি সহকর্মী এবং উপস্থাপকের নাম ঘোষণা করছেন। তিনি বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের কথা জানাচ্ছেন। প্রবাসী কল্যাণ সমিতি (জাপান) ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ সোসাইটি ইন জাপান যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা উপহার এবং শুভেচ্ছা সনদ নিয়ে ব্যস্ত এ জেড এম জালাল।

শুরু হচ্ছে জাপানিজ প্রোগ্রাম। ENSEMBLE HUMMING BIRD প্রতি বছরের মতো এবারও মেলায় উপস্থিত হয়েছেন। বাংলা গানের পাশাপাশি জাপানিজ গানও পরিবেশন করছেন তারা।

এবারই মেলায় নতুন এসেছে জাপানিজ ড্রাম বাদক দল Ko. Yu। নৃত্যের তালে তালে তারা শ্রুতিমধুর বাজনা বাজাচ্ছে। নির্ধারিত দুটি বাজনা উপহার দেয়ার কথা থাকলেও তারা দর্শকদের অনুরোধে আরো একটি বাজনা উপহার দেয়।

ড. ওসুমো ওৎসুবো (সভাপতি, জেবিএস) নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, জাপানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, আমি বাংলাদেশকে, বাংলাদেশীদের ভালোবাসি। তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চাই।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে স্বরলিপি কালচারাল একাডেমী এবং উত্তরণ কারচারাল গ্রুপ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক নিয়াজ আহমেদ জুয়েল বিশিষ্ট ব্যক্তির অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারকে মেলায় উপস্থিত থাকার জন্য মেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা দেয়া হয়। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের জাপান শাখা নবদিগন্ত'র আমন্ত্রণে জাপান সফর করছেন।

মেলায় এবারই প্রথম জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন কৃতিত্বের স্বীকৃতি সনদ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। নেসারুল ইসলাম ব্রিটিশ (গানের সিডি- ফিরে এসো), কবি মোতালেব শাহ আইয়ুব (কবিতার বই- কষ্ট আছে দুঃখ নেই), ছড়াকার বদরুল বোরহান (ছড়ার বই- চাঁদ বুড়ি ডট কম), প্রবীর বিকাশ সরকার (শিশুতোষ ছড়া) এবং অন্তরাজ হাবীব বিক্রমপুরী (প্রেমের গল্প-নুরী)- এই পাঁচজনকে এবার মনোনীত করা হয়। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কাছ থেকে তারা সদন গ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ জাপানে এতো সুন্দর একটি মেলা করার জন্য উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমি অনেক দেশে গিয়েছি কিন্তু জাপানের মতো বাংলাদেশের কোনো অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের ব্যাপক অংশগ্রহণ আর কোথাও দেখিনি।

মেলায় লোকসমাগম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মোঃ জসীম উদ্দিন টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের কাউন্সিলর। সপরিবারে এসেছেন। জাপানে চাকরি জীবনও দীর্ঘ নয়। প্রথমবারের মতো এসেছেন। তিনি কথা বলেন চমৎকার। যদিও জাপানে নববর্ষ উদযাপন হচ্ছে কিন্তু মনে হচ্ছে বাংলাদেশেই মেলা হচ্ছে। অনেকেই পরিবার-পরিজন নিয়ে আসছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। নতুন করে পরিচয় হচ্ছে। মাইকে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে- এখন উত্তরণ কালচারাল গ্রুপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে।

গার্ডিয়ান এঞ্জেল ওয়ার্ল্ড ওয়াই একটি ভলান্টিয়ার সংস্থা। প্রতি বছর তারা বৈশাখী মেলায় নিরাপত্তার কাজ করে। তাদের লিডার ইকেদা (স্ট্রিট নেম, টাংক) বলেন, একসঙ্গে এতো বাংলাদেশী, বিভিন্ন স্পাইস, বাংলাদেশীদের পোশাক ইত্যাদি তার কাছে অবাক লাগছে।

নিলুফার আক্তার এসেছেন তার মেয়ে লগ্নকে নিয়ে। লগ্ন ইতিমধ্যে ছোটদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এবং ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে ভালো হচ্ছে, তবে মেলা কর্তৃপক্ষ যদি আরো কঠোর হয় তাহলে আরো গোছানো হবে বলে তিনি জানান।

সবাই ব্যস্ত ববিতা, মিঠুন, রতন, ঘেরম গোমেজ, ছুটি শরাফুলের গান নিয়ে। খাবারের স্টল থেকে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। পিঠাঘরের পিঠা প্রায় শেষ পর্যায়ে। অল্প কিছু যা রয়েছে সেগুলো বিক্রি করার জন্য দু'জন ক্ষুদে সেল্‌সম্যান নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তারা বেশ উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে।

সাপ্তাহিক ২০০০ এবং পরবাস-এর স্টলে লোকজন ভিড় করছে পত্রিকার জন্য। কিন্তু বিমানের বেইমানির জন্য এ সপ্তাহে কোনো পত্রিকা জাপানে আসেনি। আকাশে শান্তির নীড় বিমান ব্যাংকক থেকে আকাশে ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেকে আবার গ্রাহক হচ্ছেন পত্রিকা নিয়মিত পাবার জন্য।

কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী মেলার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করছেন। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং আগামী মেলায় অংশগ্রহণের জন্য অগ্রিম আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। 'মেলা শেষ' ঘোষণা দেয়া হলেও অনেকে এখনই স্টল ছাড়তে চাচ্ছেন না। মাইকে তাগিদ দেয়া হচ্ছে স্টল ছাড়ার জন্য। কেউ কেউ হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত।

অজিত বড়ুয়া দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ জাপানে আছেন। এবারই প্রথম মেলায় এসেছেন। ব্যস্ততার জন্য আসতে পারেননি। তিনি শুনেছেন মেলা ভালো হয় কিন্তু এবার দেখলেন স্বচক্ষে। আফসোস করলেন এতোদিন না আসার কারণে। এতো লোক হবে এবং এতো আনন্দময় পরিবেশ কল্পনাও করতে পারেননি। স্টল ভেঙে ফেলছে। সবাই যার যার মাল-সামান গোছাতে ব্যস্ত। গল্প-গুজব হচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বাঁ দিকে বেশ জটলা।

সুখেন ব্রক্ষ, জালাল, জুয়েল, কামন, দীনেশ সাহা, সানী বেশ ব্যস্ত মাঠ পরিষ্কার করা নিয়ে। বাঙালির স্বভাব যা হয়। বিক্রয় না হওয়া মালামাল ফেলে গেছেন অনেকেই। সেগুলো পরিষ্কার করছেন সবাই। ময়লা নেয়ার জন্য গাড়ি এসে গেছে। ট্রাকে ময়লা ভরা হচ্ছে।

শান্ত হয়ে আসছে কোলাহল। নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যাচ্ছে সবাই। পার্কে, মাঠে আসতে শুরু করেছে জাপানিজ কাপল। তারা প্রেম নিয়েই ব্যস্ত। তাদের দেখে মনে হচ্ছে তারা বলতে চায় সারা দিন তোমাদের চিল্লাচিল্লিতে আসতে পারিনি, এবার নীরবে প্রেম করার জন্য মাঠ ছেড়ে দাও। মাঠ পরিষ্কার করার জন্য ভলান্টিয়ারদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী। আয়োজক নেতৃবৃন্দ ছাড়া সবাই চলে গেছে যার যার গন্তব্যে।

সারা দিন পরিশ্রম করার পর সবাই মিলে হাততালি দিয়ে ১৪১১ টোকিও বৈশাখী মেলা কমিটির কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করছেন এবং আগামী বছর আবার মিলিত হবার আশা ব্যক্ত করছেন।

ল ৷ ন্ড ৷ ন

গৌতম ঘোষের দেখা

রস নাই রস নাই দারুণ দহন বেলা

বাংলা চলচ্চিত্রের আকালে বাঙালি হিসেবে একটা ভালো বাংলা চলচ্চিত্রের জন্যেও আমরা সবসময় অপেক্ষা করি তীর্থের কাকের মতো। এও জানি, চলচ্চিত্রকে চলচ্চিত্র হয়ে উঠতে হয়। আরো ভালো চলচ্চিত্রের জন্যও বোধহয় আমাদের অপেক্ষা থাকে। যে গুটিকয়েক বাঙালি চলচ্চিত্রকার আমাদের অপেক্ষমাণ রাখেন গৌতম ঘোষ যে তাদেরও একজন তা এখন আর কে না জানে

লন্ডন থেকে **মনজুরুল আজিম পলাশ,**

সময়টা যে দুঃসময় তা বুঝবার মতো বোধ সবার বোধহয় থাকে না। অন্যভাবে বললে, সবার এই বোধ থাকাটা হয়তো জরুরিও নয়। বেশিরভাগ মানুষ যে কোনো সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেয় বা নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যারা এক সময় সুসময়ের স্বপ্ন দেখতো বা এখনও দেখতে চায়, যারা শুভ-অশুভ, অবৈষয়িক-বৈষয়িকের পার্থক্য কমতে থাকা ভিড়ে এখনও তুলনামূলকভাবে শুভ-অবৈষয়িক-তাদেরই একজন শশীভূষণ (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)। এক সময় ডি ক্লাস হবার স্বপ্ন দেখা, পরবর্তীতে প্রেম-সংসার ঘনিষ্ঠ শশী এখন নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হলেও তাকে আবর্তন করে অনেকগুলো চরিত্র। শশী যেমন প্রতিনিধিত্ব করে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের- সরমা (দেবশ্রী রায়), গরিমা (ইন্দ্রানী হালদার), সুমন (সুমন দেব), নিবারণ (পরাণ ব্যানার্জী), বিপ্লব (বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়), রেবা (রূপা গঙ্গোপাধ্যায়) প্রভৃতি চরিত্রগুলোও প্রতিনিধিত্ব করে বয়স-সময় এবং নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যকে। শশী-সুমন সম্পর্কটি বয়সের দিক থেকে দূরের, অনুভূতি- যোগাযোগের দিক থেকে কাছের। লিটলম্যাগ কর্মী গরিমা দত্ত নিজেকে হালের রিমায় সংক্ষেপিত করলেও শশীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আবার সে গরিমাই হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে শশীর কবিসত্তা জাগিয়ে তুলবার ক্ষেত্রেও গরিমা প্রভাবক হয়। এর মধ্যে সরমাকে কেন্দ্র করেও আবার তিনটি চরিত্র আবর্তিত। সমুন, নিখিল (অঞ্জন দত্ত) এবং গগন (কমল কাঞ্জিলাল)-কে ধারণ করবার মধ্যদিয়ে সরমাও বেশ ব্যাপ্ত-শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে ঠাঁই করে নেয়।

শশীর সঙ্গে তার বন্ধু অশোকের (বাস্তবের নামটি সম্পর্কিত করছে পারছি না, সুরজিৎ ঘোষ?) খুব কম সময় কাটলেও তাদের সংলাপের মধ্য দিয়ে অনেক বেশি বরং জানা যায়। ব্লু লেবেল পান করবার দৃশ্যে অশোক বলে, 'এনলাইটেন্ট মিডলক্লাস এখন সব ভুলে গিয়ে রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্নে মশগুল, আমাদের মত সব নব্য বাবু তৈরি হয়েছে তো... বাংলার নবজাগরণের সুগারকোটিন মুছে গিয়ে বটতলার চেহারাটা আবার বেরিয়ে পড়েছে ঝুঝলি?... ব্যাকবোনলেস, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর কুয়োর ব্যাঙ...।'

এভাবে এক সময় বিপ্লব (বিপ্লব নামটি কিন্তু অনেকেরই আছে, কমিউনিস্ট বাবা-মা এই নামটি দেয়া জরুরি ছিল না) দৃশ্যমান হয় আর তার মোবাইল ফোনটি অদৃশ্য নষ্ট বর্তমানকেও কিছুটা দৃশ্যমান করে তোলে। বিপ্লবের সোনালি ঘড়ি, গলায় চেইন বা টাকাকে 'মাল্লু' বলার মধ্যদিয়েই নয়; গরিমার গান গাইবার সময় ঘামতে থাকা, বার বার ঘড়ি দেখা, গান শেষে সবার আগে যথারীতি হাততালি দিয়ে ওঠা এবং সর্বশেষ গরিমাকে লিফট দিতে চাওয়ার মধ্যদিয়ে শুধু ঠিকাদার সংস্কৃতি নয়, বটতলার চেহারাটাও কিন্তু প্রকট হয়ে উঠেছে।

চলচ্চিত্র বোধহয়, সবকিছু ধারণ করতে পারা শিল্পমাধ্যম। 'দেখা'য়ও অনেক চরিত্র আছে। অনেক প্রসঙ্গ আছে। এবং অনেক অনুষঙ্গ আছে। ক্রেডেল মেশিনের আওয়াজ, উমা বসু, কৃত্তিবাস, বিদ্যাসাগর সেতু চিয়ার্সের বদলে 'উল্লাস', দুই বাংলা বিভক্তি প্রসঙ্গে, লালন-অতুল প্রসাদ এমনকি হালের 'দিন বদলায়- রঙ বদলায়' গানটি পরিমিত ব্যবহার ভালোই লেগেছে। 'দেখা'য় এসব চরিত্র-প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ (বিশেষ করে) বাঙালি মনস্তত্ত্বকে ছুঁয়ে যায়, নাড়া দেয়, কখনো ব্যথিত-বিষণ্ণও করে।

গৌতম ঘোষ, মাঝে মাঝে মনে হয়, অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটান কিন্তু চরিত্রগুলো আলাদা আলাদা হয়ে প্রচন্ডভাবে বেরিয়ে আসতে পারে না। মনে হয়, তিনি সরলতা থেকে জটিলতায় প্রবেশ করেন অনায়াসে কিন্তু জটিলতা থেকে সরলতায় বেরিয়ে আসতে তার কষ্ট হয়। এও মনে হয়, একত্রে অনেক শক্তিশালী প্রসঙ্গের অবতারণা-বক্তব্য-বেশি কথা দিয়েও তিনি মাঝে মাঝে ভারী করে ফেলেন পরিবেশ। মাঝে মাঝে আরোপ করেও তাকে অগ্রসর হতে হয়। একটা উদাহরণ দেই- নিবারণ শশীকে সংবাদপত্র পাঠ করে শোনায় (শশী চোখে দেখে না), দেনায় জর্জরিত ৪০০ কৃষকের আত্মহত্যার সংবাদটি (সংবাদটি খুবই দুঃখজনক সন্দেহ নেই) অনেকটা শেষ হবার আগেই শশী (না দেখেই) জিজ্ঞেস করে, সংবাদটি কোন পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে... তখন কিন্তু বোঝা যায়, শশীকে চিত্রনাট্য অনুযায়ী সংলাপ বলতে হচ্ছে। জানি না এ ধরনের আরোপের কি প্রয়োজন আছে। আরও দু'একটি ত্রুটি-অস্বস্তি একটু উল্লেখ করি। শশীকে আড়ালে রেখে তাদের দাম্পত্যের ফ্ল্যাশব্যাকের দৃশ্যগুলো ভালো- শুধু 'জীবনে মরণে এসো' গানটির দৃশ্যে রেবার মুখের দিকে এগিয়ে আসা হাতটি বয়স্ক শশীর হাত বলে মনে হবার খটকা এবং শশী-রেবার ঝগড়ার দৃশ্যে ডাবিংয়ের সমস্যার কারণেই হয়তো চপেটাঘাতের আগেই শব্দ হবার খটকাটি ছাড়া। গগনের আঞ্চলিক ভাষাটি যে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের তা কিন্তু বোঝা যায়নি; আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ নিয়ে আরো দায়িত্বশীল-সচেতন হবার প্রয়োজন ছিল। যারা গৌতম ঘোষের 'আবার অরণ্যে' দেখেছেন তারা জানবেন যে, 'আবার অরণ্যে' ও 'দেখা'র মধ্যে লোকেশন-দৃশ্যগত কিছু সাদৃশ্য আছে। (দিগন্তে পাহাড়, অরণ্য, পাথুরে-পাহাড়ি নদী, নির্জন সড়ক, কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে সঙ্গীত-ধ্রুপদী নৃত্য, ক্রেন শট ইত্যাদি)। আমরা জানি কাহিনি-চিত্রনাট্যের চাহিদা থাকলে এ রকম হতেই পারে, কিন্তু গৌতম ঘোষই যেহেতু দুটি ছবির পরিচালক ('আবার অরণ্যের' কাহিনীকারও), দু'টি ছবিই যেহেতু কাছাকাছি সময়ের- তিনি কিন্তু পারতেন দর্শকদের একটু ভিন্ন অভিজ্ঞতা দিতে।

এসব অনুভূতির পর এবার একটি ভালো দৃশ্যের উল্লেখ না করলেই নয়। নিখিল যখন দ্বিতীয়বার আসে সরমার কাছে, বলে, 'আমার অনেক না বলা কথা আছে সরমা... অনেক...।' একটি আয়নায় দু'জনকে দেখা, ফ্রেমের মধ্যে ফ্রেম, বোঝা যায় এরা খুব কাছের ছিল এক সময়.. চোখে জল... ধীরে ধীরে চমৎকার মিউজিকসহ দৃশ্যটির রূপান্তর ঘটে জলতরঙ্গে। একেই বলে চলচ্চিত্র ভাষা। আবেদনময়। শক্তিশালী।

ঐতিহ্য-প্রগতি-আধুনিকতার পাশাপাশি অরণ্য-আদিমতা-আদিবাসীদের প্রতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (দেখা, অরণ্যের দিনরাত্রি সুনীলের কাহিনী) ও গৌতম ঘোষের (আবার অরণ্যে গৌতমের কাহিনী) বিশেষ পক্ষপাতের কথা এখন আর কারো অজানা নেই। 'দেখা'র চরিত্রগুলোও ভ্রমণ করে অরণ্যে। এখানে সরমার সঙ্গে গগনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কাক সমৃদ্ধ কর্কশ নগরে থেকেও যে সারল্য সরমার থেকে যায়, যে সারল্যের পূর্ণ মর্যাদা এমনকি

ই ।টা ।লি

ভেনিসে বৈশাখ উদ্‌যাপন

বিশ্বের যে ক'টি শহরে পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মিলনমেলা বসে ইটালির জলকন্যা ভেনিস তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি শহর। ইউরোপীয় সংস্কৃতির মোড়কে এই শহরে হরহামেশাই দেখা যায় হাজার হাজার মানুষ। নানা ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতির মানুষ। তারা আসে পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান শহর ভেনিস একটু চেখে দেখতে। এ শহরে বাংলাদেশীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। দুটো পয়সা উপার্জনের জন্য আমাদের এ শহরে আসা। হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের প্রিয় দেশটিতে থাকা স্বজনদের মধ্যে ভাগাভাগি করে খাওয়া। একটু ভালো থাকা। বাংলা সংস্কৃতি থেকে যোজন যোজন দূরত্বের এক অন্য সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস করেও আমরা বাংলাদেশী। মনেপ্রাণে নিখাদ বাংলাদেশী এবং বাঙালি। এই বাঙালিত্ব ভাগাভাগি করার খুব একটা সময় বা সুযোগ হয়ে ওঠে না প্রবাসের প্রচন্ড ব্যস্ততায়। তবু বুকের গভীরে ঘুমিয়ে থাকা বাঙালিটা যেন বৈশাখ এলেই জেগে ওঠে। আনন্দ উৎসবে মেতে উঠি সবাই। অনেকে সাদা পাঞ্জাবি পরে। মেয়েরা ঠিক বেলি ফুল না হলেও খোঁপায় গোলাপ গুঁজতে ভুল করে না। গত ১৫ মে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ভেনিসের উদ্যোগে মারগেরার চেন্দ্র সোশ্যাল মিলনায়তনে এক বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। 'এসো মিলি শেকড়ের উৎসবে' শিরোনামে সকাল ১১টায় শুরু হয় এ মেলা। বিভিন্ন নামে ১০/১২টি স্টল দেয় তরুণ-তরুণীরা। সেখানে পিঠা, পায়েস, মিষ্টি থেকে শুরু করে জিভে জল এনে দেয় এমন অনেক বাংলাদেশী খাবার উপস্থিত করে তারা। সন্ধ্যায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর আগে এসোসিয়েশন কমিটির পরিচিতি সভায় বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি মিয়া মোসলেম, সাবেক সভাপতি লিটন আহমদ লিটু, রফিক বারী, হেদায়েত উল্লাহ প্রমুখ। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন ভেনিস পৌরসভার কর্মকর্তা জন ফ্রাঙ্কো ও চেন্দ্র সোশ্যালের সাধারণ সম্পাদক ভিত্তোরিয়া স্কার্পে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান করেন শর্মিলা দাস, মিরন আহমদ, রিজিয়া, মফিজ সরকার, শফিক, শারমিন, মোতাহার, লাখি, বিদ্যুৎ ও হাবিব। নৃত্যে অংশ নেন, উত্তরা, শম্পা, মোনালিসা। 'এলোরে বৈশাখ এলো...' গানের সঙ্গে দুরন্ত নৃত্যে দর্শকদের এক জায়গায় দাঁড়াতে দেয়নি কিশোরী শিল্পী উত্তরা। মধ্য রাতে র‍্যাফেল ড্র'র মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তির ঘোষণা করেন উপস্থাপক মিঠু ও মনিকা।

পলাশ রহমান, ভেনিস, Palashrahman@yahoo.com

তার স্বামী নিখিলও তাকে দিতে পারেনি- অরণ্য আর গগন যেন সেই সারল্যের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। এই সারল্যের টান শেষ পর্যন্ত শারীরিক সম্পর্কে গড়ায় (বা গড়ানো হয়) যার ভারও বহন করতে হয় সরমাকেই। নিখিলের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা এই বিষয়টিকে আরেকটু ভারবহ- জটিল করে তোলে। শেষের দিকে এসব জটিলতা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন শশীর 'তোমার কাছে কলম আছে?' সংলাপটি বোধহয় দর্শকদের স্বস্তিই দিয়েছে। দীর্ঘ বিরতির পর শশীর কবিসত্তা আবার জেগে ওঠে... একটা বন্ধাত্বের যেনো মুক্তি হয়... অথচ সরমা আবার ভারী হয়ে ওঠে.. এভাবে আবার গগনের গান, শূন্য চেয়ার, ঘরময় কাগজ ভাসতে ভাসতে 'দেখা' শেষ পর্যন্ত শেষ হয় বহমান নদী আর অশেষ প্রকৃতিতে, মানুষ যার অংশমাত্র। এভাবেই গৌতম ঘোষ পরিণত হন, আমাদের দেখাতে চান 'দেখা'য়।

শেষে আরেকটু বলি, গৌতম ঘোষ অনেক সময় দর্শকের স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত করেন, পরিমিতির অভাব থেকেই কি না জানি না- কাহিনীকে একটু দীর্ঘ করতেও দেখা যায়; যেন সমাপ্ত হতে চায় না কাহিনীটি, খুঁজতে থাকেন চলচ্চিত্রটি শেষ করবার মোক্ষম মুহূর্ত, পান না, এক সময়ে অনেক কিছু বলতে চেয়ে, বলে, শেষ করতে হয় তাকে। এভাবে শেষ করতে গিয়ে দর্শক কিন্তু অনেক সময়ই মনে করেন এখন বুঝি শেষ হয়ে যাচ্ছে অথবা এখনই শেষ হওয়া উচিত চলচ্চিত্রটির। অন্তত 'দেখা', 'আবার অরণ্যে'র অভিজ্ঞতা এর পক্ষেই সাক্ষ্য দেবে। তার চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু কিন্তু অত্যন্ত ভালো, চলচ্চিত্র নির্মাণ-পরিচালনার দরদও কম নয়। শুধু অল্প কিছু জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা চর্চার কারণে তিনি সর্বাত্মকভাবে উন্নীত হতে পারছেন না? যত কম তত ভালো- চলচ্চিত্রের এই সহজ সূত্রটি স্বীকার করে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারলে তিনি যে আরও চমৎকারভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তা বিশ্বাস করি।

এ কথা সত্যি, বাংলা চলচ্চিত্রের আকালে বাঙালি হিসেবে একটা ভালো বাংলা চলচ্চিত্রের জন্যেও আমরা সবসময় অপেক্ষা করি তীর্থের কাকের মতো। এও জানি, চলচ্চিত্রকে চলচ্চিত্র হয়ে উঠতে হয়। আরো ভালো চলচ্চিত্রের জন্যও বোধহয় আমাদের অপেক্ষা থাকে। যে গুটিকয়েক বাঙালি চলচ্চিত্রকার আমাদের অপেক্ষমাণ রাখেন গৌতম ঘোষ যে তাদেরও একজন তা এখন আর কে না জানে।

পুনরপি : মুক্তি সময়ের বিবেচনায় আলোচনাটি বিলম্বিত হলেও এর চলমান প্রাসঙ্গিকতার কারণে লিখতে উৎসাহী হয়েছি।